দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 13 DEC 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

101

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

সড়ক দুর্ঘটনা ও ছাত্রবিক্ষোভ

ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্র আবদুল জলিলের সড়ক দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গত রবিবার তেজগাঁওয়ে ছাত্রবিক্ষোভ হয়েছে। ফলে সকাল ৮টা হতে ১২টা পর্যন্ত তেজগাঁও সড়কে যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয়েছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, সাইকেলযোগে ইনস্টিটিউটে আসার পথে চলন্ত মিনিবাস জলিলকে ধাক্কা দেয়। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাকে ভর্তি করা হয় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং সেখানেই সে মারা যায়। ঐ একই দিনে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে সাতজন।

শুধু কালকেরই নয়, সড়ক দুর্ঘটনায় এমনি নিহত হওয়ার খবর প্রতিদিনকার। বলতে গেলে প্রায় প্রতিদিনই খবরের কাগজের পাতায় থাকে বাসের, মিনিবাসের অথবা ট্রাকের তলায় পিষ্ট হয়ে এ ধরনের নিহত হওয়ার মর্মান্তিক দুঃসংবাদ। সেই সঙ্গে এই দুর্ঘটনার জন্য তদন্তের আবেদন, দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবী, দুর্ঘটনার কারণ নির্ণয় ও তা প্রতিকারের দাবীও উত্থাপিত হয় বিভিন্ন মহল থেকে। সংবাদপত্রে প্রতিবেদন, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় হর-হামেশাই লেখা হচ্ছে এ নিয়ে। কর্তৃপক্ষ মহলেও এ নিয়ে যে তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় না তেমন নয়। পালিত হয় ট্রাফিক সপ্তাহ, অবলম্বন করা হয় কিছু কিছু ব্যবস্থা কিন্তু এতে অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। ঘাতক ট্রাক, বাস, মিনিবাস তাদের হত্যাযজ্ঞ চালিয়েই যাচ্ছে।

ট্রাফিক ব্যবস্থার ত্রুটি, রাস্তাঘাটের করুণ দশা, ট্রাফিক আইন না মানার প্রবণতা, ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকা, যান্ত্রিক ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন, অনভিজ্ঞ চালক, নেশা করে গাড়ী চালানো ইত্যাকার নানা অসুবিধার কথা বহুবার আলোচিত হয়েছে। এগুলো তুলে ধরে এর প্রতিকারের দাবী জানানো হচ্ছে নিয়মিতভাবেই। এসবের প্রতিকার কতটুকু হয়েছে তা না জানলেও দুর্ঘটনার সংখ্যা যে হ্রাস পায়নি তার প্রমাণ প্রত্যহ সবার চোখের সামনে উপস্থিত হচ্ছে নিয়মিতই। ছেলেকে স্কুলে পাঠিয়ে দিয়ে, স্বজনকে অফিসের পথে বিদায় করে দারুণ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটাতে হয় সারাক্ষণ— জান নিয়ে ঘরে ফিরতে পারবে কি-না এই আশংকায়। ঘর থেকে বের হওয়ার পর থেকে আবার ঘরে না ফেরা পর্যন্ত এ আশংকা আজ সকলের। শান্তি স্বস্তি গ্রাস করছে সবারই এই দুর্ভাবনা।

আজ দেশের মানুষ এর অবসান চায়। তারা প্রতিদিন খবরের কাগজের পাতায় এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবর আর দেখতে চায় না। এগুলো কেন হচ্ছে, কি কারণে হচ্ছে সে কৈফিয়াত আর বিশ্লেষণের সংবাদে তাদের কোন লাভ নেই। তারা দেখতে চায়, সড়ক দুর্ঘটনা আর ঘটছে না। আপন ছেলে, স্বামী, স্বজনদের ঘর থেকে বিদায় দিয়ে চির বিদায় গ্রহণের দুশ্চিন্তা ও আতংক নিয়ে এমনি করে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এভাবে সময় কাটানো সত্যিই অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এই দুঃসহ যন্ত্রণার আজ অবসান চায় দেশের মানুষ। দেশের সরকারের কাছে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের দাবীও তাই।